দ্বিতীয় প্রজন্মের দাওলাতুল ইরাক - খারেজীদের মুখোশ

[কেন জাওলানী,বাগদাদীর বা'য়াহ ভঙ্গ করলেন?কি ই বা ঘটেছিলো জাওলানী,বাগদাদী আর শাইখ জাওয়াহিরির মাঝে? *(পাপ ও সীমালঙ্ঘনে নেতার আনুগত্য নেই)] ।

প্রকাশনা- মুহাম্মদ আল বাঙ্গাল।

ইন্নাল হামদালিল্লাহ, ওয়াস সলাতু ওয়াস সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া 'আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লাম তাসলিমান কাসিরা।

'আম্মা বা'আদ

সময়টা ২০০৯ এর শেষের দিক,তখন ও দাউলাতুল শাম এবং ইরাক ঘোষণা করা হয় নি,খিলাফাত তো নয় ই। দাউলাতুল ইরাকের শুরা পরিষদে দুই ব্যক্তির সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য ছিলো । তাদের কথার উল্টো করার ক্ষমতা শুরা পরিষদের ছিল না। তারা দু'জন কোনো সিদ্ধান্ত নিলে শুরা সদস্যের কেউ বিরোধিতা করতে সাহস করতো না ।এদু'জন সাদ্দাম আমলে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন । তারা সাদ্দামের প্রথম সারির সহযোগী ছিলেন । উপদেষ্টা ছিলেন ।

.

তাদের একজনের নাম হুজ্জী বকর, দ্বিতীয় জনের নাম আবু আলী আল-আনবারী । হুজ্জী বকরের দাপট ছিলো সবচেয়ে বেশি । তিনি সাদ্দাম বাহিনীর আর্মী অফিসার ছিলেন । সাদ্দামের প্রধান দুই সহযোগীর একজন । বাথ পার্টির আদর্শের পুরোটাই তার মাঝে ছিলো । তিনি প্রতিপক্ষ সহ্য করতে পারতেন না । তিনি আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকে দল পরিচালনা করতে বেশি পছন্দ করতেন ।

.

দাউলাতুল ইরাক মূলত দু'টি প্রজন্মে বিভক্ত। প্রথম প্রজন্ম, এরা হলেন শাইখ জারকাবী,আবু হামজা,আবু উমার। দ্বিতীয় প্রজন্ম শুরু হয়েছে আবু বকর আল-বাগদাদীকে দিয়ে। প্রথম প্রজন্মের সাথে কায়দা ও বিশ্ববরেণ্য উলামায়ে কেরামের ভালো সম্পর্ক ছিলো। দাউলাতুল ইরাক নিয়ে জাওয়াহিরী ও অন্যান্য উলামাদের যে প্রশংসা বাক্য আছে, তা কিন্তু প্রথম প্রজন্মকে কেন্দ্র করে। যারা এই ময়দানে নতুন তারা এখানে ভুল করে। প্রথম প্রজন্মের জন্য প্রশংসা দ্বিতীয় প্রজন্মের উপর প্রয়োগ করে এবং বলে-দাউলাকে তো একসময় তারা সমর্থন করতো এখন করে না কেন ...ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমরা এখন দাউলাতুল ইরাকের দ্বিতীয় প্রজন্ম নিয়ে আলোচনা করছি। এবং এটাই এ-প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

দাউলাতুল ইরাকের দ্বিতীয় প্রজন্মে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি হলেন হূজ্জী বকর। হুজ্জী বকরকে না বুঝলে দ্বিতীয় প্রজন্মকে বুঝা যাবে না। আমাদের জানতে হবে, কিভাবে সাদ্দামের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হুজ্জী বকর দাউলার আস্থাভাজন হলেন!

আবু ওমার আল-বাগদাদীর সময় হুজ্জী বকর দাউলায় যোগ দেয়। তার ছিলো উন্নত সামরিক প্রশিক্ষণ। দাউলার সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দেয়ার মাধ্যমে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। নিখুত দিকনির্দেশনা ও উন্নত যুদ্ধ কৌশলের কারণে তিনি আবু ওমার আল বাগদাদীর নৈকট্য লাভ করেন। একসময় বাগদাদী হুজ্জী বকরকে ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। ফলে হুজ্জী বকর হয়ে যায় আমীর বাগদাদীর পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

১৯/৪/২০১০ সাল । হুজ্জী বকর, আবু ওমার, আবু হামজা, দাউলাতুল ইরাকের এই তিন প্রধান সহ অরো কয়েক জন গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ে ছিলেন । আমেরিকা সেই বাড়িটিতে বিমান হামলা চালায়। হুজ্জী বকর ছাড়া বাকি সকলে নিহত হয় । বাগদাদী নিহত হওয়ার পর নতুন আমীর নির্বাচনে শুরা পরিষদে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় । এভাবে কয়েক দিন কেটে যায় ।

হুজ্জী বকর ঘোষণা দেন যে, আমি আবু বকর আল বাগদাদীকে আমীর হিসেবে বায়াত দিলাম । হুজ্জী বকরের এই আচরণে সকলে অবাক হয় । কারণ বাগদাদীর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা রয়েছেন । আবু সাইদ ইরাকী রয়েছেন । যিনি বাগদাদীর উস্তাদ । তিনি হাতে কলমে বাগদাদীকে শিক্ষা দিয়েছেন । তিনি জাইশুল মুজাহিদীনের প্রধান ছিলেন ।

একটি কথা এখানে বলে রাখা উচিত । আবু সাইদ ইরাকী বাগদাদীকে বায়াত দেন নি । একারণে নিরাপত্তাহীনতায় ভূগতেন । জীবনের নিরাপত্তার ভয়ে তিনি দামেশক চলে যান । তখনও সিরিয়ায় যুদ্ধ শুরু হয় নি । ২০১১ সালে বাগদাদী শাইখ জাওলানীকে সিরিয়া পাঠায় । সিরিয়ায় যখন শাইখ জাওলানী নুসরাকে শক্তিশালী গ্রুপে পরিণত করেন, তখন বাগদাদী জাওলানীকে আবু সাইদ ইরাকীর উপর আত্মঘাতী হামলার নির্দেশ করেন । জাওলানী এই আদেশ প্রত্যাখ্যান করেন ।

আবু সাইদ ইরাকীকে জাওলানী খুব ভালো করে চিনতেন। ২০০৬ সালে আবু সাইদ ইরাকী আমেরিকার হাতে বন্দী হন। তখন জাওলানীও আমেরিকার হাতে বন্দী হন। এই দুই শাইখ একসাথে জেলে বছর খানিক ছিলেন। জাওলানী খুব কাছ থেকে শাইখকে প্রত্যক্ষ করেন। জাওলানীর ভাষায়, আবু সাইদ ইরাকী হলেন এক জন আল্লাহভীরু, পরহেযগার, কোরআন-হাদীসের জ্ঞানে তার সমকক্ষ ইরাকে খুব কম-ই ছিলো। এ-কারণেই জাওলানী আবু সাইদ ইরাকীকে হত্যা করতে রাজী হন নি।

.

আবু বকর আল-বাগদাদী দাউলাতুল ইরাকের গুরুত্বপূর্ণ কোন পদে ছিলেন না। তিনি শুরা সদস্যদের মধ্যেও ছিলেন না। দাউলাতুল ইরাকের এক জন কর্মী হিসেবেই তিনি পরিচিত ছিলেন। একারণে ইমারতের দায়ীত্ব নিতে প্রথমে তিনি রাজি হন নি।

.

তো দাউলার পর পর দু'জন আমীর বিমান হামলায় শহীদ হন। বাগদাদী জানতেন যে, এবার শহীদদের কাতারে তাকেও শামীল হতে হবে। তাই তিনি দায়িত্ব গ্রহণে ভয় পাচ্ছিলেন। হুজ্জী বকর বাগদাদীকে অভয় দেন, এবং বলেন-আপনার সাথে আমি আছি কোন সমস্যা হবে না।

.

হুজ্জী বকরের সিদ্ধান্তের উলটো করার ক্ষমতা শুরা পরিষদের ছিল না। হুজ্জী বকর সাদ্দামের সময়কার আরো কয়েক জন সেনাঅফিসারকে দাউলাতুল ইরাকে যুক্ত করে।এদেরকে

গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে দেয়া হয় । এজন্য হুজ্জী বকরের বিরোধিতা করার ক্ষমতা কারো ছিলো না । দাউলার শুরা সদস্যের অনেকে হুজ্জী বকরকে গুপ্তচর মনে করতো । কিন্তু একথা প্রকাশ করার সাহস করতো না । হুজ্জী বকর মূলত সাদ্দামের আদর্শে কিছু করতে চেয়ে ছিলেন । সাদ্দাম যেমন বাথ পার্টির উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের হত্যা করে সর্বোচ্চ পদটি দখল করে ছিলো, হুজ্জী বকরও এমন কিছু করতে চেয়ে ছিলেন ।

.

হুজ্জী বকর ক্লিন শেভ করতেন । বাগদাদীকে আমীর বানানোর পরথেকে তিনি দাড়ি লম্বা করতে শুরু করেন।

দাউলাতুল ইরাক তার দ্বিতীয় প্রজন্মকে নিয়ে যাত্রা শুরু করলো । যার দু'জন আমীর । একজন প্রত্যক্ষ আমীর "বাগদাদী", যার কথা আমরা সকলে জানি । অন্যজন পরোক্ষ আমীর "হুজ্জী বকর", যাকে আমরা খুব কম চিনি ।

.

দাউলাতুল ইরাক ভয় ও আশার মধ্য দিয়ে চলতে লাগলো । উড়ে এসে জুড়ে বসা হুজ্জী বকরের ভয়ে সকলে "তটস্থ" । নিচু পদস্থ কোন সদস্যের উচ্চ পদস্থ নেতাদের তদারকি করার ক্ষমতা নেই । কারণ কাউকে তদারকি করা মানে তাকে সন্দেহ করা । আর সন্দেহ করা মানে আনুগত্য না করা । আর যে আনুগত্য করবে না,তাকে নিজের কবর নিজেই খুঁড়তে হবে ।

.

বাগদাদী ক্ষমতা গ্রহণের কয়েক সপ্তাহ পর, হুজ্জী বকরের আচরণে পরিবর্তন ঘটে । তিনি ছিলেন গুরু গম্ভীর । নিজের নিরাপত্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন । সবাইকে সন্দেহের নজরে দেখতেন । শুধু বাগদাদী ও এক দুজন বাথ নেতা ছাড়া কাউকে সাক্ষাৎ দিতেন না । তার সাথে কথা বলতে হলে আদব-লেহাজ রক্ষা করে কথা বলতে হতো । সিরিয়ানদের স্বভাব হলো, তারা কথা বলার সময় হাত নেড়ে কথা বলে । একবার হুজ্জী বকরের সামনে এক সিরিয়ান হাত নেড়ে কথা বলে । এই অপরাধে হুজ্জী বকর তাকে অনেক শাস্তি দেয় । হাত-পায়ে বেড়ী পড়িয়ে জেলে ফেলে রাখে ।

.

হুজ্জী বকর নতুন করে শুরা পরিষদকে সাজান । আবু আলী আল-আনবারীকে, দাউলাতুল ইরাকের সামরিক প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন । আনবারী সাদ্দাম হুসেনের সেনা অফিসার ছিলেন । রাতারাতি তিনি জিহাদী বনে যান ।

.

হুজ্জী বকর বাগদাদীকে নিজের কাছে আগলে রাখেন । নিচু পদস্থ নেতাকর্মীদের বাগদাদীর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ ছিলো না ।

আল জাজিরার সাংবাদিক আবু মানসুর-এর প্রশ্নোত্তরে জাওলানী বলেন-যখন বাগদাদী আমাকে সিরিয়া প্রেরণ করেন তখন আমার থেকে আনুগত্যের বাই'আত গ্রহণ করেন ।

বাই'আত দেয়ার পূর্বে আমি জানতে চেয়েছি জাওয়াহিরীর (আল-কায়দার প্রধানের) নিকট তার বাই'আত আছে কি না? তখন বাগদাদী বলেন "আমার গলায় জাওয়াহিরীর বাই'আত ঝুলানো আছে" । জাওলানী বলেন, জাওয়াহিরীর নিকট বাগদাদীর বাই'আতের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর আমি বাগদাদীকে বাই'আত দেই । বিস্তারিত জানতে ইউটিউবে সার্চ দিন "بلا حدود لقاء امير جبهة النصرة ابو محمد الجولاني. الحلقة الثانية

.

জাওলানীর বাই'আতের বিষয়ে পক্ষে-বিপক্ষে অনেক লেখালেখি হয়েছে । অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে । এখানে সংক্ষেপে এতটুক-ই বলা যায় যে, যিনি বাই'আত দিয়েছিলেন তিনিই ভালো জানেন যে, খিলাফার বাই'আত দিয়েছেন না কি আনুগত্য বা ছোট বাই'আত দিয়েছেন । অতএব আপনি-আমি সুদূর বাংলায় বসে বিতর্ক না করে, বরং যিনি বাই'আত দিয়েছেন তার কথা মেনে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে ।

.

জাবহাত আন-নুসরার বর্ধমান সামরিক শক্তি দাউলাতুল ইরাককে ভাবিয়ে তুলে । হুজ্জী বকর এবং শাইখ বাগদাদী নুসরাকে দাউলাতুল ইরাকের জন্য হুমকি মনে করেন । কারণ নুসরার সাথে দাউলার তেমন মজবুত বন্ধন নেই । নুসরার নেতৃত্বে দাউলার ঘনিষ্ঠ কোনো ইরাকীও নেই ।

এদিকে আমেরিকা নুসরাকে সিরিয়ার অন্যান্য গ্রুপগুলোর সাথে জোট বাহিনী গঠনের জন্য আহ্বান করছে । যদি নুসরা তা করে, তাহলে দাউলাতুল ইরাক নুসরার উপর নিয়ন্ত্রণ হারাবে । [আমেরিকার ডাকে সাড়া না দেয়ার কারনে নুসরাকে সন্ত্রাসী তালিকাভুক্ত করা হয়]

.

২০১১/১২ সাল। হুজ্জী বকর শাইখ বাগদাদীকে একথা বুঝাতে সক্ষম হলেন যে, নুসরা ফ্রন্ট ভবিষ্যতে দাউলাতুল ইরাকের জন্য হুমকি হবে। অতএব আপনি ভিডিও বার্তায় ঘোষণা দিন "নুসরা ফ্রন্ট দাউলাতুল ইরাকের অংশ। এবং বাগদাদীর আনুগত্যে জাওলানীর নেতৃত্বে নুসরাহ শামে যুদ্ধ করছে। নুসরার অধিকৃত ভূমীগুলো দাউলাতুল ইরাকের ভূমি বলে বিবেচিত হবে"।

.

হুজ্জী বকরের পরামর্শে শাইখ বাগদাদী বিষয়টি আমলে নিলেন। তিনি জাওলানীর নিকট পত্র লিখলেন "নুসরার অধিকৃত ভূমীগুলো দাউলাতুল ইরাকের সাথে যুক্ত করে 'দাউলাতুল ইরাক & শাম' ঘোষণা করতে চাচ্ছি। এবিষয়ে আপনি নুসরার শুরা পরিষদের সাথে পরামর্শ করুন। এবং আমাকে দ্রুত তাদের সিদ্ধান্ত জানান"।

.

জাওলানী উত্তরে লিখেন "আমি পরামর্শ করে জানাবো"।

জাওলানীর পক্ষ থেকে কোন উত্তর আসছিলো না। বাগদাদী পুনরায় জাওলানীর নিকট পত্র লিখলেন। এবং কড়া ভাষায় জাওলানির নিকট দ্রুত উত্তর চাইলেন। এবং শুরা পরিষদ ও আহলে ইলমের সাথে পরামর্শের নির্দেশ করেন।

.

দীর্ঘ নিরবতার পর, জাওলানী বাগদাদীর নিকট পত্র লিখেন “নুসরার শুরা পরিষদের সকলের সিদ্ধান্ত যে, এই ধরণের কোন ঘোষণা সিরিয়া জিহাদের জন্য কল্যাণকর হবে না” । জাওলানীর পত্র পেয়ে, হুজ্জী বকর এবং বাগদাদী উভয়ে ক্রুদ্ধ হন ।

.

হুজ্জী বকরের পরামর্শে, শাইখ বাগদাদী শামে একটি গোয়েন্দা টিম পাঠান । তাদেরকে মুজাহীদের বেশে পাঠানো হয় । এবং নুসরার শুরা পদের ক্ষমতা তাদের দেওয়া হয় । যাতে তারা জাওলানীর উপর নজরদারী করতে পারে ।

নুসরার বিভিন্ন পদে “রদবদল” এর ক্ষমতা দাউলাতুল ইরাকের ছিলো । এবং নুসরাও দাউলাতুল ইরাকের রদবদলকে মেনে নিত । দাউলাতুল ইরাক নিজেদের কর্তৃত্ব ফলানোর জন্য প্রায়ই নুসরার মধ্যে রদবদল করতো । এমন কি, নুসরা কখন কোথায় আক্রমণ করবে সেটাও হুজ্জী বকর নির্ধারণ করে দিতেন । আর এই উদ্ভট রদবদল ই নুসরার জন্য বিরক্তির কারণ হতো । বিশেষ করে সিরিয়ান নেত্রীবর্গ দাউলাতুল ইরাকের হস্তক্ষেপ সহজে মেনে নিতে পারতো না ।

.

জাওলানীর অস্থিরতা বেড়ে গেলো । তিনি গুপ্ত হত্যার আশংকা করলেন । তিনি সভাসদবর্গের সাথে বাগদাদী, হুজ্জী বকর ও দাউলাতুল ইরাকের প্রশংসা করতে থাকেন । যাতে করে গুপ্তচর তার বিরুদ্ধে মন্দ রিপোর্ট না করে । জাওলানীর অস্থিরতা দিনে দিনে বাড়তে থাকে । তিনি হত্যার ভয় করছিলেন ।

২০১২ সাল । আমেরিকা নুসরাকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী তালিকাভুক্ত করে । এবং জাওলানীকে হত্যা বা গ্রেফতারের ঘোষণা দেয় । নুসরার সামরিক স্থাপনায় আমেরিকা বিমান হামলা শুরু করে । আমেরিকার ঘোষণা জাওলানীর জন্য সুযোগ করে দেয় । নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে জাওলানী আত্মগোপনে চলে যান । এবং তার নির্বাচিত লোকদের দিয়ে নিরাপত্তা জোরদার করেন । ফলে ইরাক থেকে আগত গোয়েন্দা দল জাওলানীর উপর নজরদারি করতে পারছিলো না । দাউলাতুল ইরাকের জন্য জাওলানীর উপর গোপন হত্যা মিশন চালানো কঠিন হয়ে পরে।

.

হুজ্জী বকর এবং বাগদাদীর অস্থিরতা বেড়েই চললো । দাউলাতুল ইরাকের চেয়ে দ্বিগুণ সামরিক শক্তিধর নুসরা যেকোনো সময় দাউলার উপর নিয়ন্ত্রণ নেয়ার চেষ্টা করতে পারে। জাওলানী ছিলেন বিচক্ষণ এবং উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী । তিনি পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে পারলেন । তিনি

বাগদাদী ও হুজ্জী বকরকে সান্ত্বনা দিতে থাকেন । কিন্তু হুজ্জী বকর ও বাগদাদীর সংশয় ছিলো জাওলানীর সান্ত্বনার চেয়ে অনেক বড়।

.

হুজ্জী বকর নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন । তিনি ভাবলেন নুসরাকে দিয়ে এমন কিছু কাজ করানো হোক, যার কারণে সিরিয়ায় নুসরার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয় । এভাবে নুসরা সিরিয়ায় চাপের মুখে পড়লে, দাউলাতুল ইরাকের সাথে যোগ দেওয়া ছাড়া নুসরার আর কোনো গতি থাকবে না ।

হুজ্জী বকর বাগদাদীকে পরামর্শ দিলেন- তিনি যেন জাওলানীকে ফ্রি সিরিয়ান আর্মীর বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর নির্দেশ করে। বাগদাদী জাওলানীকে পত্র লিখেন। পত্রে দু'টি স্থানে আত্মঘাঁতী হামলার নির্দেশ করেন। একটি তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায়, ফ্রি সিরিয়ান আর্মীর সভাস্থলে। অপরটি সিরিয়ায়। তাও ফ্রি সিরিয়ান আর্মীকে লক্ষ্য করে। কাদের হত্যা করা হবে, সেই নামগুলোও উল্লেখ করা হয়। কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় যে, ফ্রি সিরিয়ান আর্মী ভবিষ্যতের "সাহওয়াত"। অর্থাৎ ভবিষ্যতে "সাহওয়াত" হতে পারে বা হয়ার সম্ভাবনা আছে তাই এখুনি ই শেষ করে দেও।

~সাহওয়াত" শব্দের ব্যাখ্যা~

-সাহওয়াত শব্দটি আরবী। যার অর্থ মুরতাদ। মুরতাদ শব্দটি শুদ্ধ আরবী। আর সাহওয়াত শব্দটি আঞ্চলিক আরবী।

.

-ইরাক যুদ্ধে আমেরিকা শিয়াদের ক্ষমতায় বসিয়ে শিয়াদের সাথে আঁতাত করে। ফলে সুন্নী রাজনৈতিক দলগুলো জিহাদীদের সাথে মিলে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তখন আমেরিকা সুন্নী রাজনৈতিক নেতাদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে। এবং রাজনৈতিক উপায়ে ক্ষমতায় যাওয়ার প্রলোভন দেয়। আমেরিকা সুন্নী রাজনৈতিক দলগুলোকে অস্ত্র ও বিভিন্ন সুবিধা দিয়ে, জিহাদীদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। জিহাদীরা এই রাজনৈতিক দলগুলোকে "সাহওয়াত" বলে সম্বোধন করতো। তখন থেকেই "সাহওয়াত" শব্দটি ময়দানে "মুরতাদ"শব্দটির বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

শাইখ বাগদাদীর নির্দেশ নুসরার নেত্রীবর্গকে বিস্ময়ে ফেলে দেয়। তারা বাগদাদীর কর্মকাণ্ডে অবাক হয় । নুসরার জন্য এই নির্দেশ ছিলো অগ্নি-পরীক্ষা । নির্দেশ অমান্য করলে বাগদাদী প্রতিপক্ষ হয়ে যাবে । মান্য করলে ফ্রি সিরিয়ান আর্মী প্রতিপক্ষ হয়ে যাবে । ফ্রি সিরিয়ান আর্মী বাশার সরকারের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম নিয়মতান্ত্রিক যুদ্ধ শুরু করে । একারণে তাদের প্রতি সাধারণ মানুষের ভালোবাসা ছিলো অনেক । কে জিহাদী আর কে গণতন্ত্রী, সেই পার্থক্য সিরিয়ান যুবকরা তখনও বুঝতে শিখেনি । তাদের একটাই লক্ষ্য ছিলো- আগে বাশারকে হটাও । এক গ্রুপ অন্য গ্রুপকে সহযোগিতা করতো । একজনের রাইফেলের বুলেট ফুরিয়ে গেলে, অন্য জন এসে বুলেট পুরে দিতো । বাগদাদীর নির্দেশ পালন করলে হয়তো সিরিয়ানদের এই ভ্রাতৃত্ববন্ধন আর থাকবে না । এতদিন যারা একে অপরের দুঃখে সাড়া দিতো, আজ থেকে হয়ত তারাই একে অপরের দুঃখ তৈরিতে ব্যস্ত হবে!

সিরিয়ার সবচেয়ে দীর্ঘতম সীমান্ত দেশ তুরস্ক । তুরস্কের সাথে সিরিয়ার ৮২২ কি. মি. র সীমান্ত রয়েছে । অন্যান্য দেশ থেকে তুরস্ক সবচেয়ে বেশি সহমর্মীতা দেখিয়েছে(ঐসময়)। পাঁচ বছরের দীর্ঘ গৃহযুদ্ধে ১২ লাখ সিরিয়ান উদ্বাস্তু হয়েছে । মোট শরণার্থীর অর্ধেক-ই তুরস্কে আশ্রয় নিয়েছে । অন্যান্য দেশের তুলনায় তুরস্কের শরণার্থীরা শান্তিতে রয়েছে ।

দাউলাতুল ইরাক ও নুসরা তুরস্কের মাধ্যমে বিদেশী যোদ্ধা গ্রহণ করে থাকে । বিভিন্ন দেশ থেকে মুহাজিরীন তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারা হয়ে ইরাক-সিরিয়ায় প্রবেশ করে থাকে ।

মুসলিম বিশ্ব থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য ও অস্ত্র তুরস্ক হয়ে সিরিয়া প্রবেশ করে । সিরিয়া যুদ্ধে তুরস্কের ভূমিকা এতটা-ই গুরুত্বপূর্ণ ।

শাইখ বাগদাদী নুসরাকে যে দু'টি আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে ছিলেন, নুসরার শুরা পরিষদের (উপদেষ্টা পরিষদের) সর্বসম্মতি ক্রমে তা প্রত্যাখিত হয় । নুসরা সিরিয়া যুদ্ধে তুরস্কের প্রয়োজনীতা তুলে ধরে এবং তুরস্কে যেকোনো আক্রমণের সিদ্ধান্তকে ভুল বলে প্রত্যাখ্যান করে ।

নুসরা বলে, ফ্রি সিরিয়ান আর্মীকে আমরা মুর্তাদ মনে করি না(ঐসময়) আর তারা সিরিয়া জিহাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ,মজলুম মুসলিমদের পাশে সবার আগে তারাই দাঁড়িয়েছে। রাসূল সঃ বলেন- "স্রষ্ঠার অবাধ্য হয়ে সৃষ্টির আনুগত্য করা কিছুতেই যায়েজ নেই "(তিরমিযী,মুসলিম)। অতএব, বাগদাদীর নির্দেশ মান্য করা জাওলানীর জন্য জায়েজ নয়, যদিও তিনি তার আমীর হন ।

হুজ্জী বকর এবং বাগদাদীর ক্রোধ আরো বেড়ে যায় । তারা মনে করেন, আক্রমণের নির্দেশ অমান্য করার মাধ্যমে জাওলানী দাউলাতুল ইরাকের বাই'আত (আনুগত্যের শপথ) ভঙ্গ করেছে ।

হুজ্জী বকর জাওলানীর নিকট পত্র লিখেন। পত্রে কড়া ভাষায় জাওলানীকে দু'টি অপশন দেওয়া হয়। এক, আক্রমণের নির্দেশ বাস্তবায়ন করা। অথবা নুসরাকে দাউলাতুল ইরাকের সাথে যুক্ত করে "দাউলাতুল ইরাক & শাম"কে মেনে নেওয়া।

জাওলানী পত্রের উত্তর দেওয়া থেকে বিরত থাকেন।তিনি দাউলাতুল ইরাককে উপেক্ষা করতে থাকেন। যে দু'টি অপশন দেওয়া হয়েছে, তার কোনোটিই সিরিয়া জিহাদের জন্য কল্যাণকর নয়।অপেক্ষার প্রহর গুনতে লাগলো। জাওলানীর নীরবতায় হাজ্জী বকরের অস্থিরতা বেড়েই চললো।

শাইখ বাগদাদী নুসরাকে এবার সত্যি সত্যি-ই হুমকি মনে করলেন। তিনি ভাবলেন, নুসরা নিজেকে দাউলাতুল ইরাক থেকে বড় মনে করছে। এবং জাওলানী তার আনুগত্য থেকে বেড়িয়ে গেছে।

নুসরার মধ্যে যারা ঢালাউ ভাবে তাকফির করতো তারাই মূলতো বাগদাদীকে সমর্থন দিতো। দুই সপ্তাহ পর নুসরার ভিতরে গোয়েন্দাগিরি করতে পাঠানো দশ গুপ্তচররা বাগদাদীর কাছে ফিরে আসলো। নুসরার মধ্য থেকে যারা বাগদাদীর প্রতি সমর্থন দিতো, তাদের ছবি অডিও ভিডিও ডকুমেন্ট সাথে নিয়ে আসলো।

হুজ্জী বকর বাগদাদীকে শামের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে বারণ করলেন । তিনি বলেন, আমরা দু'জন শামে গিয়ে বাস্তব পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবো । আর শামবাসী তো আপনাকে কখনো দেখে নি । তাই শাম ঘুরে এসে "দাউলাতুল ইরাক & শাম" ঘোষণা দিলে শামবাসীর মধ্যে তা ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করবে ।

.

হুজ্জী বকরের পরামর্শ বাগদাদী গ্রহণ করলেন । সিরিয়ায় বাগদাদীর অবস্থানের জন্য তুর্কী সীমান্তকে নির্ধারণ করা হলো । বাগদাদী, হুজ্জী বকর আরো তিন জন নেতাকর্মী এবং নিরাপত্তারক্ষী সহ তারা সিরিয়ার পথে যাত্রা শুরু করলেন ।

.

শাইখ বাগদাদী এবং হুজ্জী বকর তাদের দলবল সহ সিরিয়া প্রবেশ করেন । "দাউলাতুল ইরাক & শাম" ঘোষণার তিন সপ্তাহ পূর্বে তারা সিরিয়া সফর করেন । সিরিয়া-তুরস্ক সীমান্তে উদ্বাস্তু শিবিরের কাছে বাগদাদীর থাকার ব্যবস্থা করা হয় । লোহা দিয়ে তৈরি স্থানান্তর যোগ্য কয়েকটি কামরা নির্মাণ করা হয় । কামরাগুলো ভিতর দিয়ে একটি থেকে অপরটিতে আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা ছিলো ।উদ্বাস্তু শিবিরের কাছাকাছি থাকাটা নিরাপদ মনে করলেন ।

সিরিয়াতে অবস্থাকালীন শাইখ বাগদাদী জাওলানীর সাক্ষাৎ চেয়ে পত্র লিখলেন । জাওলানী তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি নিরাপত্তা জোরদার করলেন । তিনি জানতেন যে, যেকোনো সময়

তাকে গুপ্তহত্যা করা হতে পারে । এবং তিনি এটাও জানতেন যে সাক্ষাৎ করতে গেলে-ই তাকে বন্দী করা হবে।

.

বাগদাদী জাওলানীর নিকট আবার পত্র লিখলেন । তিনি বললেন “দাউলাতুল ইরাক & শাম”এর বিষয়টি পাকাপোক্ত হয়ে গেছে । এবং অতি শীঘ্রই তা ঘোষণা করা হবে । বাগদাদী জাওলানীকে নির্দেশ করলেন, তিনি যেন নিজেই ভিডিও বার্তায় বাগদাদীর প্রতি তার আনুগত্য স্বীকার করে ।

.

প্রতিউত্তরে জাওলানী বাগদাদীর কাছে পত্র লিখলেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে- দাউলাতুল ইরাকের সাথে নুসরাকে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত চরম ভুল সিদ্ধান্ত । এর দ্বারা কেবল ফিতনাই বাড়বে । নুসরার প্রচেষ্টায় জিহাদের প্রতি মানুষের মাঝে যে জনপ্রিয়তা তৈরি হয়েছে তা চুরমার হয়ে যাবে । সিরিয়াবাসী এই ঘোষণা কিছুতেই মেনে নিবে না । বরং উত্তম হবে, আপনি ইরাক চলে যান । এবং আমাদের এখানে ছেড়ে দিন ।

.

এসময় হুজ্জী বকর পরামর্শ দিলেন, যেন বাগদাদী “দাউলাতুল ইরাক & শাম” ঘোষণা দিয়ে ভিডিও বার্তা প্রচার করেন । এবং জাওলানীর বিষয়ে নীরব থাকেন । হতে পারে ঘোষণার পর জাওলানী ফিরে আসবেন !

হুজ্জী বকর বাগদাদীকে পরামর্শ দেন যাতে তিনি দাউলাতুল ইরাক থেকে কিছু সৈন্য এনে সিরিয়ায় একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেন। ঘোষণার পর যেন এই শক্তির ওপর ভিত্তি করে সিরিয়ায় টিকে থাকা যায় ।

.

হুজ্জী বকর, নুসরা থেকে যারা আসতে ইচ্ছুক তাদেরকেও জড়ো করতে লাগলেন । হুজ্জী বকর ইরাক থেকে কিছু যোদ্ধা এনে এবং নুসরা থেকে কিছু নিয়ে, মাত্র তিন দিনের মধ্যেই প্রায় একহাজার সৈন্য সমাবেশ ঘটালেন । ঘোষণার সময়টি তাদের আগেই জানিয়ে দেওয়া হলো । যেন ঘোষণার পর তারা উল্লাস প্রকাশ করে । এবং নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করে ।

.

ঘোষণার দুই দিন পূর্বে হুজ্জী বকর নুসরার অবশিষ্ট সকল নেতাকর্মীকে জানালেন যে বাগদাদী এখন শামে আছেন । যাতে তারা চাপের মুখে থাকে । ঘোষণার সময় নির্ধারণ করা হলো । ঘোষণা-ও করা হলো । আগে থেকে যাদের নির্ধারণ করা ছিলো, তারা উল্লাসও প্রকাশ করলো । দলে দলে বাগদাদীকে বাই'আত দিতে লাগলো । ফিরে গিয়ে তারা বাগদাদীর সাথে তাদের কুশলাদির বর্ণনা করতে লাগলো । শুরা পরিষদ গঠন করা হলো ।

হুজ্জী বকর বাগদাদীকে পরামর্শ দিলেন যে, এখন সময়টা গুরুত্ব পূর্ণ । নুসরার অনুগত নেতাকর্মীদের যেন বাগদাদী সরাসরি সাক্ষাত দেন । জাওলানী নিরাপত্তার কারণে সর্বদা আত্মগোপনে থাকতেন । এমন কি নুসরার অনেক নেতাকর্মীও জাওলানীকে কখনও দেখেন নি । এই সুযোগে যদি বাগদাদী তাদেরকে মুখোমুখি সাক্ষাত দেন তাহলে হয়তো তারা নুসরা

থেকে সরে আসবে! এতে করে নুসরার উপর মানষিক প্রভাব ফেলা যাবে। বাগদাদী তাই করলেন, প্রকাশ্যে সাক্ষাত দিলেন।

.

"দাউলাতুল ইরাক & শাম" ঘোষণার পর নুসরা ভেঙ্গে তিন টুকরো হলো। এক টুকরো বাগদাদীকে বায়াত দিলো। এবং তারা প্রায় নুসরার অর্ধেক। আরেক টুকরো নুসরা থেকে সরে গিয়ে স্বতন্ত্র দল গঠন করলো। এবং তারা প্রায় নুসরার একচতুর্থাংশ। অবশিষ্ট একচতুর্থাংশ জাওলানীর অনুগত হয়ে থাকলো।

হুজ্জী বকর জাওলানীর নিকট পত্র লিখলেন। পত্রে জাওলানীকে খারেজী এবং বাই'আত ভঙ্গের কারণে হত্যাযোগ্য বলে সতর্ক করেন। বাগদাদীর আনুগত্য মেনে নিতে অথবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন। জাওলানীর নিকট পত্র পৌঁছে নি। কারণ তিনি আত্মগোপনে ছিলেন। তবে পত্রের বিষয় বস্তু সম্পর্কে জাওলানীকে অবগত করা হয়। তিনি পত্রের কোনো উত্তর দেন নি।

.

হুজ্জী বকর দু'জন প্রতিনিধি পাঠান। তারা নুসরার অবশিষ্ট কমান্ডারদের সাথে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাক্ষাৎ করেন। নুসরাকে তারা "খাওয়ারীজ" বলে অভিযুক্ত করেন। প্রতিনিধিরা নুসরার কমান্ডারদের সতর্ক করে বলেন ""নুসরার সকল সম্পদ এখন দাউলাতুল ইরাক & শামের মালিকানাভুক্ত। তাদের সামনে শুধু দু'টি পথ খোলা আছে। হয় তারা বাগদাদীকে বাই'আত দিবে। অথবা নিজেদের সকল অস্ত্র-শস্ত্র দাউলার কাছে জমা দিয়ে জীবন নিয়ে শাম থেকে পালিয়ে যাবে। এছাড়া আর তৃতীয় কোন পথ তাদের জন্য নেই।""

যারা নুসরা থেকে দাউলায় যোগ দিয়েছিলো, হুজ্জী বকর তাদের তলব করলেন । তাদের থেকে অবশিষ্ট নেতাদের ঠিকানা এবং ছবি সংগ্রহ করলেন । যেনো তাদেরকে "টাকা"র বিনিময় ক্রয় করা যায়, অথবা হুমকি-ধামকি দিয়ে দলে ভিড়ানো যায় আর না হয় দুনিয়া থেকেই উঠিয়ে দেয়া হয় ।

.

হুজ্জী বকর এবং বাগদাদীর কাছে সংবাদ পৌঁছলো যে, জাওলানী বাগদাদীর ঘোষণাকে মেনে নিবে না । এবং আশঙ্কা হচ্ছে জাওলানী মিডিয়ার মাধ্যমে বাগদাদীর ঘোষণার প্রতিবাদ করবেন ।

.

হাজ্জী বকর বাগদাদীকে শামে একটি পুলিশ বাহিনী গঠনের পরামর্শ দেন । তাদের দায়িত্ব হবে দু'টি । এক, নুসরার অস্ত্র ভাণ্ডারগুলো আয়ত্ত্বে আনা । বাধা দিলে-ই হামলা চালানো হবে । এভাবে অস্ত্রমুক্ত করা হলে নুসরা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে ।

.

নুসরার অস্ত্র ভাণ্ডারে অতর্কিত হামলা চালানো হয় । অস্ত্র গুদামগুলো খালি করে দেওয়া হয় । এই আক্রমণে নুসরার প্রায় কয়েক হাজার সৈন্য শহীদ হয় । অস্ত্র ছিনতাইয়ের এই ইতিহাসকে অনেকে "গনিমাহ ফিতনাহ" বলে থাকে । আইএস-নুসরা যুদ্ধের ইতিহাস অনেকে "গনিমাহ ফিতনা"র পর থেকে শুরু করে থাকেন,যা ঠিক নয় ।এই ফিতনার সূচনা,বীজ বপন এর অনেক আগে থেকেই রচিত হয়েছে |

.

দ্বিতীয়ত, ঘাতক বাহিনী গঠন করা । এরা মূলত গোপন গোয়েন্দা বাহিনী । তারা নুসরার সাথে মিশে থাকবে । নুসরার কমান্ডারদের গতিবিধি লক্ষ করবে । তাদের চলার পথে বা গাড়িতে রিমোট-কন্ট্রল বোমা পেতে রাখা হবে । এভাবে একে একে অবশিষ্ট নুসরার কমান্ডারদের হত্যার পরিকল্পনা করেন হুজ্জী বকর ।

হুজ্জী বকরের পরামর্শে শাইখ বাগদাদী গোপন ঘাতক বাহিনী গঠনের অনুমতি দিলেন । তাদের এক অংশ নুসরার অস্ত্র গুদামে হামলা চালানোর জন্য নিযুক্ত করা হয় । অপর অংশ নুসরার সাথে মিশে যায় । তারা নুসরার কমান্ডারদের গাড়ির নিচে কৌশলে টাইম বোমা বা রিমটকন্ট্রোল বোমা পেতে গোপন মিশন চালাতে থাকে । এই মিশনের প্রায় সকলেই সাদ্দাম আমলের সাবেক বাথিস্ট সেনাকর্মকর্তা । হুজ্জী বকর তাদের খুঁজে খুঁজে জড়ো করেছিলেন ।

ঘাতক দলটি জাওলানীর অবস্থান নির্ণয় করার জন্য, তার নিকটবর্তী কয়েক জনকে বন্দী করে । কিন্তু শত চেষ্টা করেও তারা জাওলানীর অবস্থান নির্ণয় করতে সক্ষম হয় নি ।

.

জাওলানীর একজন উপদেষ্টা, এবং নুসরার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা মুহাজীর আল-কাহতানী । কাহতানীর ওপর ঘাতক দল নজরদারি করছিলো। হুজ্জী বকরের কাছে কাহতানীর সকল রিপোর্ট পৌঁছে । কিন্তু কাহতানী সাথে দু'জন লোক রাখতেন । একজন হলেন আবু হাফস । অন্য জন আবদুল আজিজ । ফলে একা কাহতানীকে হত্যা করা কঠিন হয়ে পড়ে ।

.

দুই সঙ্গী সহ কাহতানীকে হত্যার নির্দেশ এলো । ঘাতক দল কাহতানীর গাড়িতে টাইম বোঁমা পেতে রাখলো । চলার পথে কাহতানী গাড়ি থেকে নেমে নুসরার একটি চেকপোস্টে যান। এবং তার সঙ্গী দুজনকে গাড়িতে অপেক্ষা করতে বলেন । ঠিক তখন ই গাড়ি বিস্ফোরণ ঘটায় । এবং সঙ্গী দু'জন মারা যায় । কাহতানী বুঝতে পারলেন যে, হামলার লক্ষবস্তু তিনি-ই ছিলেন । হয়তো ঘাতক দলের কেউ তার আশেপাশে-ই আছে। কাহতানী আত্মগোপনে চলে যান ।

.

হুজ্জী বকর এবং বাগদাদীর কাছে সংবাদ পৌঁছলো যে, নুসরার দ্বিতীয় সারির নেতা কাহতানীকে হত্যা করা হয়েছে। এই সংবাদ তাদের জন্য অনেক আনন্দের ছিলো ।যদিও হামলার ২৪ ঘণ্টা পর তারা জানতে পারলেন যে, মিশন ব্যর্থ হয়েছে ।

.

হাজ্জী বকর ঘাতক দলকে তলব করলেন । হামলা ব্যর্থ হওয়ার কারণে তাদের বকাঝকা করলেন । আগামী কয়েক মাসের জন্য হামলা বন্ধ রাখার নির্দেশ করেন ।

হুজ্জী বকর এবং বাগদাদীর জন্য যেই আশঙ্কাটি এখন সবচেয়ে বড় তাহলো জাওলানীর প্রত্যাখ্যান । যেকোনো সময় জাওলানী মিডিয়ার মাধ্যমে বাগদাদীর ঘোষণাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে । আর যদি জাওলানী এমন কিছু করে, তাহলে সিরিয়ার অন্যান্য গ্রুপগুলো জাওলানীর পক্ষে চলে আসবে। এমন কি তা দাউলাতুল বাগদাদীর জন্য ভাঙ্গনের কারণ হতে

পারে । বাগদাদীকে শান্ত করার জন্য হাজ্জী বকর বললেন, জাওলানীর বিষয়টি তার কাঁধে ছেড়ে দিন ।

.

বাগদাদীর শঙ্কা দিন দিন বেড়েই চললো । তিনি নতুন করে আশঙ্কা করলেন যে, জাওলানী হয়তো মীমাংসার জন্য জাওয়াহিরীর (আল-কায়দা প্রধানের) কাছে মোকাদ্দমা করবেন । ঘটলো-ও তা-ই । জাওলানী তিন ব্যক্তির মারফতে নিজের অবস্থানকে জাওয়াহিরীর নিকট তুলে ধরলেন । তাদের একজন ছিলেন সৌদির সাবেক সেনা অফিসার । অন্য দু'জন সিরিয়ান । তারা জাওয়াহিরীর কাছে শামের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরেন । এবং দ্রুত সমাধানের অনুরোধ করেন । জাওয়াহিরী মূল সমস্যা সমাধানের জন্য সময় চান ।

"কায়দাতুল জিহাদ ইন ইয়ামেন"এর প্রধান আবু বাসির আল-ওয়াহিশী । শাইখ জাওয়াহিরী ওয়াহিশীর নিকট পত্র লিখলেন । পত্রে ওয়াহিশীকে শাম ও ইরাকের সমস্যা সমাধানের নির্দেশ করেন । জাওয়াহিরী বিষয়টি মিডিয়ার আড়ালে রাখতে চাচ্ছিলেন । তিনি মনে করলেন, তিনি নিজে কোনো সমাধান করার আগে-ই যদি শামে কোনো মীমাংসা হয়ে যায়, তাহলে শত্রুরা টের পাবে না । ফলে কায়দাতুল জিহাদ যে বড় ধরণের ভাঙ্গনের মুখোমুখি হচ্ছিলো তা মিডিয়ায় আসবে না । জাওয়াহিরী চান নি যে জাওলানী বাগদাদী থেকে আলাদা হয়ে যাক । বরং তিনি চেয়েছিলেন যেকোনো উপায়ে শামে একটি স্থায়ী সমাধান হোক ।

.

ওয়াহিশী দু'টি পত্র লিখলেন । একটি জাওলানীর কাছে । অপরটি বাগদাদীর কাছে । বাগদাদী পত্রের কোন উত্তর-ই দেন নি । জাওলানী পত্রের উত্তর দিলেন । তিনি পত্রে শামে বাগদাদীর

অবস্থান শাম জিহাদের জন্য কতটা ক্ষতিকর তা তুলে ধরলেন এবং বাগদাদীর কারণে সাধারণ মানুষ যে জিহাদীদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রী দলগুলোকে সাপোর্ট দিতে শুরু করবে,সেটাও বললেন। ওয়াহিশী তখন জাওয়াহিরীর নিকট পত্র লিখলেন এবং বললেন, সমাধানের সকল চেষ্টা ব্যর্থ । এখন জাওয়াহিরীর পক্ষ থেকেই কিছু করা যেতে পারে ।

শাইখ বাগদাদী ওয়াহিশীর পত্র পেয়ে মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পড়েন । হুজ্জী বকর তাকে সাহস জুগাচ্ছিলেন । হুজ্জী বকর তাকে অবিচল থাকার পরামর্শ দেন ।

.

হামেদ আলী আল-কুয়েতী, তিনি জাওলানীর সাথে সাক্ষাৎ করে মধ্যস্থতা করতে চাইছিলেন, জাওলানী তাকে বাগদাদীর সিরিয়া অবস্থান যে জিহাদের জন্য ক্ষতিকর তা তুলে ধরেন । কুয়েতী বিষয়টি অনুধাবন করলেন ।

.

কুয়েতী বাগদাদীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলে বাগদাদী তাকে সাক্ষাৎ দেন । সাক্ষাতের মজলিশে বাগদাদীর কয়েকজন শুরা সদস্যকে থাকার অনুরোধ করলেন । তাদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলেন হুজ্জী বকর এবং আবু আলী আল-আনবারী । হুজ্জী বকরের পরই আনবারীর অবস্থান । তিনি-ও সাদ্দাম আমলের একজন বাথিষ্ট সেনা অফিসার ছিলেন । মজলিশের আলোচনায় হুজ্জী বকর ও বাগদাদী “দাউলাতুল ইরাক & শাম”এর দাবিতে অনড় । কুয়েতী তাদের বুঝালেন যে এখন দাউলা ঘোষণার চেয়ে ঐক্য টিকিয়ে রাখা বেশী প্রয়োজন । সর্বশেষ এই সিদ্ধান্ত হয় যে, জাওয়াহিরীর পক্ষ থেকে যে নির্দেশ আসবে তা সকলে মেনে নিবে । এই কথার উপর মজলিশ শেষ হয় । এবং তাদের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত অডিও রেকর্ড করা হয়।

.

হুজ্জী বকর বাগদাদীর কাছে জাওয়াহিরীর প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করতে লাগলেন । তিনি বলেন “জাওয়াহিরী এমন কে যার সাথে আমাদের দাউলার ভবিষ্যৎ ঝুলে থাকবে..? ” হুজ্জী বকর বাগদাদীর উপর চাপ সৃষ্টি করলেন এবং বাগদাদীর সমর্থন চাইলেন নুসরাকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য ।বাগদাদী অনুমতি দিলেন,হুজ্জী বকর তখন জাওলানী এবং তার শুরা পরিষদকে লণ্ডভণ্ড করার প্রস্তুতি নিলেন ।

.

হুজ্জী বকর তিনটি পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন ।

.

① পূর্বের চেয়ে শক্তিশালী ঘাতক দল গঠন করা । এই দলটি ব্যাপক ভাবে নুসরার মধ্যে ছড়িয়ে পরে এবং মুজাহিদীনদের ওপর চোরাগুপ্তা হামলা,গুপ্তহত্যা চালায় ।

.

② প্রভাবশালী আলেম,মুফতীদের দলে ভিড়ানো এবং তাদের থেকে এই ফতাওয়া বের করা যে, বাগদাদীর নিকট বাই’আত দেওয়া ওয়াজিব । যারা এর বিরোধিতা করবে সে ইসলামের বিরোধী হবে । তারা এই ফতাওয়া ব্যাপক ভাবে প্রচার করে ।

.

③একদল মিডিয়া ম্যান তৈরি করা। যারা গ্রাফিক্স এবং অনলাইন এক্সপার্ট হবে। ইংরেজী এবং আরবী সাহিত্যে যাদের থাকবে "শক্তহস্ত"। তাদের কাজ হবে দাউলাতুল বাগদাদীকে বিশ্বের কাছে "মোহনীয়" করে তুলে ধরা এবং মুসলিম বিশ্বের কাছে বাগদাদী ও তার সৈন্যদের "শ্রেষ্ঠ পুরুষ" হিসেবে প্রমাণ করা। তারা বিভিন্ন অপারেশনের "HD" ভিডিও,সুন্দর সুন্দর নাশিদ তৈরি করে অনলাইনে ছড়িয়ে দেয়। ফলে সরলমনা মুসলিম যুবকদের দলে ভিড়াতে সক্ষম হয়।

২০১৩ সাল। কায়দাতুল জিহাদ প্রধান ড.আইমান আল-জাওয়াহিরী তার উপদেষ্টামণ্ডলীর সাথে পরামর্শে ব্যস্ত, তিনি সিরিয়া সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজছেন।

.

জাওয়াহিরীর সামনে রয়েছে কোরআনের তিনটি আয়াত, রাসূলের কিছু হাদীস, এবং আল্লাহ প্রদত্ত প্রজ্ঞা।

.

-১: আল্লাহ বলেন "হে ঈমানদানগণ তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। এবং তোমাদের মধ্য হতে যারা আমীর হবে তাদের আনুগত্য করো। যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখাদেয়, তখন তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ফায়সালার) উপর ছেড়ে দেও। যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান এনে থাকো (তাহলে অবশ্যই তা করবে)। এটাই উত্তম, এবং সুন্দর সমাধান" [সূরা নিসা-৫৯]

.

-২: আল্লাহ বলেন “যদি মুমিনদের মধ্য হতে দু’টি দল পরস্পরে লড়াই-য়ে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা (তৃতীয় পক্ষ) তাদের মাঝে সংশোধন করে দিবে । এরপর যদি তাদের একটি দল অপর দলের উপর সীমালঙ্ঘন করে, তাহলে সীমালঙ্ঘনকারী দলটির বিরুদ্ধে তোমরা (তৃতীয় পক্ষ) লড়াই করতে থাকবে, যতক্ষণ না সীমালঙ্ঘনকারী দলটি আল্লাহর আদেশের (তৃতীয় পক্ষের ফায়সালার) দিকে ফিরে আসে । যদি তারা ফিরে আসে তাহলে ইনসাফের সাথে সংশোধন করে দিবে । আর আল্লাহ ইনসাফকারীকে ভালোবাসেন” ।[সূরা হুযরাত-৯]

.

৩: অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন “আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো ফায়সালা করে দেওয়ার পর, মুমিন নর-নারীর কোনো অধিকার নেই যে, সে তা পরিবর্তন করে দিবে । যে আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্য হবে , তার ভ্রষ্টতা তো স্পষ্ট ।[সূরা আহযাব-২৬]

.

–উপরের ১ নং আয়াত থেকে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, আমীরের অবাধ্য হওয়া যাবে না যতক্ষণ আমীর কোরআন-সুন্নাহর উপর থাকবেন । এবং মুসলিমদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে তার সমাধান কোরআন-হাদীস থেকে নিতে হবে ।

.

দুই নং আয়াতে আল্লাহ তৃতীয় পক্ষের ফায়সালাকে মেনে নেওয়া অপরিহার্য করেছেন । এবং তৃতীয় পক্ষের ফায়সালাকে আল্লাহর আদেশের সম-মর্যাদা দিয়েছেন।

.

তৃতীয় নং আয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশের পরিবর্তন করার ক্ষমতাকে নাকচ করা হয়েছে । এবং যে করবে তাকে ভ্রষ্ট বলা হয়েছে । দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নং আয়াতদ্বয়ের উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে তৃতীয় পক্ষের ফায়সালার বিরোধিতা করার অধীকার বিবাদমান দুই দলের কারো নেই।

.

তো চলুন এবার- উপরের তিনটি আয়াতকে সিরিয়ার চলমান ফিতনার সাথে মিলিয়ে দেখি..!!

.

সিরিয়ায় মুসলমানদের দু'টি দল পরস্পরে লড়াই-য়ে লিপ্ত হয়েছে । একটি শাইখ বাগদাদীর জামাত, অন্যটি শাইখ জাওলানীর জামাত । সমাধানের জন্য তারা (তৃতীয় পক্ষ) শাইখ জাওয়াহিরীর নিকট আসলো । জাওয়াহিরী শরীয়তের নীতিমালার উপর ভিত্তি করে ফায়সালা করে দিলেন । বাগদাদীর জামাত সেই ফায়সালা প্রত্যাখ্যান করলো । এবং জাওলানীর জামাতের উপর তারা সীমালঙ্ঘন করে ব্যাপক রক্তপাত ঘটালো । তখন তৃতীয় পক্ষ হিসেবে জাওয়াহিরীর উপর এবং সমস্ত মুসলিমদের উপর ওয়াজিব হয়ে যায় বাগদাদীর জামাতের বিরুদ্ধে জিহাদ করা । এবং এক নং, ও দুই নং আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বাগদাদীর দাবিকে কিছুতেই মেনে নেওয়া যাবে না । চাই সে নিজেকে খলীফা দাবি করুক বা রাষ্ট্র প্রধান দাবি করুক । কারণ উপরের দুই নং আয়াত অনুযায়ী তিনি একজন বিদ্রোহী, আর এক নং আয়াত অনুযায়ী তিনি ভ্রষ্ট ।

.

এখানে হাদীস নিয়েও বিষদ আলোচনা করা যেত । সংক্ষেপ করার জন্য শুধু কোরানের আয়াতকে-ই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।

.

আসুন দেখি শাইখ জাওয়াহিরী কী ফায়সালা করে ছিলেন । এবং শরীয়তে তার ফায়সালার গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু ।

.

ফায়সালা করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে চারটি মূলনীতি মানতে হবে । যথা..

১: কুরআন ।

২: সুন্নাহ ।

৩: ইজমা ।

৪: আল্লাহ প্রদত্ত প্রজ্ঞা ।

.

উপরের তিনটি আয়াত দ্বারা ফায়সালা করা এবং ফায়সালা না মানলে কী করতে হবে সে বিষয়ে স্পষ্ট বিধান রয়েছে । কিন্তু সিরিয়ায় যে সমস্যাটি চলছে, তার সমাধান কী হবে কুরআনে স্পষ্ট ভাবে তা আছে কি না আমি জানি না । (আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই) হাদীসে আছে কি না, তাও আমি জানি না ।

.

ইজমা বা মুসলিমদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত । বিশ্বের সমস্ত মুসলিম এবিষয়টি মেনে নিয়েছে যে, প্রতিটি মুসলিম দেশের আলাদা সীমান্ত রয়েছে । এবং মুসলমানরা সেই সীমান্ত মেনে চলে । সীমান্ত অংকনকারী যেই হোক না কেন।

শাইখ বাগদাদী ইরাকের সীমান্ত অতিক্রম করে সিরিয়া প্রবেশের কারণেই সিরিয়ায় ফিতনা সৃষ্টি হয়েছে । যেহেতু ইরাক-সিরিয়ার সীমান্ত মুসলিমদের ইজমা দ্বারা স্বীকৃত আর সীমান্ত ভাঙ্গা, খিলাফাহ কায়েমের ক্ষমতা যেহেতু এখন মুজাহিদীনদের নেই সেহেতু সিরিয়ার সমস্যা সমাধানের জন্য জাওয়াহিরীর এই অধিকার আছে যে, তিনি বাগদাদীকে ইরাকে ফিরে যাওয়ার ফায়সালা দিবেন ।

.

আল্লাহ প্রদত্ত প্রজ্ঞা । ইসলামী ইতিহাসে যুগে যুগে অনেক বড় বড় "ফক্বীহ" এসে ছিলেন । তাদেরকে আল্লাহ শরীয়তের প্রজ্ঞা দান করেছেন । সেই প্রজ্ঞা থেকে তারা "উসূলুল ফিক্বাহ"

বা বিধিবিধান বের করার মূলনীতি রেখে গেছেন । সেই অসংখ্য মূলনীতির একটি হল- কোথাও যদি ফিতনা দেখা দেয়, তাহলে যখন ফিতনা ছিলো না সেই পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়া হবে ।

.

স্পষ্ট করে বলি । মনে করুন, আপনি মসজিদে গিয়ে পাখা ছেড়ে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। আপনার পাশে একজন মুরুব্বী । তিনি ধমক দিয়ে বললেন, এই ব্যাটা পাখা ছেড়েছো

কেনো..? শুরু হলো তর্ক । এখন সমাধান হলো, যখন তর্ক ছিলো না তখনকার অবস্থা কী ছিলো? তখন পাখা বন্ধ ছিলো । অতএব পাখা বন্ধ থাকার অবস্থায় ফিরে যাওয়া হবে ।

.

সিরিয়ায় ভয়াবহ ফিতনা চলছে। এই ফিতনা বন্ধের জন্য দেখতে হবে, ফিতনা শুরু হওয়ার পূর্বের পরিবেশটি কেমন ছিলো । পূর্বে বাগদাদী ইরাকে ছিলো এবং জাওলানী শামে ছিলো । অতএব এই ফিতনা বন্ধ করার জন্য বাগদাদীকে ইরাকে চলে যেতে হবে, এবং জাওলানীকে শামে থাকতে হবে ।

.

জাওয়াহিরীর ফায়সালাটাই তো বলা হয়নি । তিনি ফায়সালা করে ছিলেন যে-বাগদাদী ইরাক ফিরে যাবে । এবং সিরিয়ার যেই এলাকাগুলো বাগদাদী দখল করেছিলেন সেগুলো জাওলানীর হাতে ছেড়ে দিতে হবে।

২০১৩ সাল । কায়দাতুল জিহাদ প্রধান ড.আইমান আল-জাওয়াহিরী তার উপদেষ্টামণ্ডলীর সাথে পরামর্শে ব্যস্ত, তিনি সিরিয়া সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজছেন ।

.

জাওয়াহিরীর সামনে রয়েছে কোরআনের তিনটি আয়াত, রাসূলের কিছু হাদীস, এবং আল্লাহ প্রদত্ত প্রজ্ঞা ।

.

-১: আল্লাহ বলেন “হে ঈমানদানগণ তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো । এবং তোমাদের মধ্য হতে যারা আমীর হবে তাদের আনুগত্য করো । যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখাদেয়, তখন তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ফায়সালার) উপর ছেড়ে দেও । যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান এনে থাকো (তাহলে অবশ্যই তা করবে)। এটাই উত্তম, এবং সুন্দর সমাধান” [সূরা নিসা-৫৯]

.

-২: আল্লাহ বলেন “যদি মুমিনদের মধ্য হতে দু’টি দল পরস্পরে লড়াই-য়ে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা (তৃতীয় পক্ষ) তাদের মাঝে সংশোধন করে দিবে । এরপর যদি তাদের একটি দল অপর দলের উপর সীমালঙ্ঘন করে, তাহলে সীমালঙ্ঘনকারী দলটির বিরুদ্ধে তোমরা (তৃতীয় পক্ষ) লড়াই করতে থাকবে, যতক্ষণ না সীমালঙ্ঘনকারী দলটি আল্লাহর আদেশের (তৃতীয় পক্ষের ফায়সালার) দিকে ফিরে আসে । যদি তারা ফিরে আসে তাহলে ইনসাফের সাথে সংশোধন করে দিবে । আর আল্লাহ ইনসাফকারীকে ভালোবাসেন” ।[সূরা হুযরাত-৯]

.

৩: অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন “আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো ফায়সালা করে দেওয়ার পর, মুমিন নর-নারীর কোনো অধিকার নেই যে, সে তা পরিবর্তন করে দিবে । যে আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্য হবে , তার ভ্রষ্টতা তো স্পষ্ট ।[সূরা আহযাব-২৬]

.

–উপরের ১ নং আয়াত থেকে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, আমীরের অবাধ্য হওয়া যাবে না যতক্ষণ আমীর কোরআন-সুন্নাহর উপর থাকবেন । এবং মুসলিমদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে তার সমাধান কোরআন-হাদীস থেকে নিতে হবে ।

.

দুই নং আয়াতে আল্লাহ তৃতীয় পক্ষের ফায়সালাকে মেনে নেওয়া অপরিহার্য করেছেন । এবং তৃতীয় পক্ষের ফায়সালাকে আল্লাহর আদেশের সম-মর্যাদা দিয়েছেন।

.

তৃতীয় নং আয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশের পরিবর্তন করার ক্ষমতাকে নাকচ করা হয়েছে । এবং যে করবে তাকে ভ্রষ্ট বলা হয়েছে । দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নং আয়াতদ্বয়ের উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে তৃতীয় পক্ষের ফায়সালার বিরোধিতা করার অধীকার বিবাদমান দুই দলের কারো নেই।

.

তো চলুন এবার- উপরের তিনটি আয়াতকে সিরিয়ার চলমান ফিতনার সাথে মিলিয়ে দেখি..!!

.

সিরিয়ায় মুসলমানদের দু'টি দল পরস্পরে লড়াই-য়ে লিপ্ত হয়েছে । একটি শাইখ বাগদাদীর জামাত, অন্যটি শাইখ জাওলানীর জামাত । সমাধানের জন্য তারা (তৃতীয় পক্ষ) শাইখ জাওয়াহিরীর নিকট আসলো । জাওয়াহিরী শরীয়তের নীতিমালার উপর ভিত্তি করে ফায়সালা

করে দিলেন । বাগদাদীর জামাত সেই ফায়সালা প্রত্যাখ্যান করলো । এবং জাওলানীর জামাতের উপর তারা সীমালঙ্ঘন করে ব্যাপক রক্তপাত ঘটালো । তখন তৃতীয় পক্ষ হিসেবে জাওয়াহিরীর উপর এবং সমস্ত মুসলিমদের উপর ওয়াজিব হয়ে যায় বাগদাদীর জামাতের বিরুদ্ধে জিহাদ করা । এবং এক নং, ও দুই নং আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বাগদাদীর দাবিকে কিছুতেই মেনে নেওয়া যাবে না । চাই সে নিজেকে খলীফা দাবি করুক বা রাষ্ট্র প্রধান দাবি করুক । কারণ উপরের দুই নং আয়াত অনুযায়ী তিনি একজন বিদ্রোহী, আর এক নং আয়াত অনুযায়ী তিনি ভ্রষ্ট ।

.

এখানে হাদীস নিয়েও বিষদ আলোচনা করা যেত । সংক্ষেপ করার জন্য শুধু কোরানের আয়াতকে-ই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।

.

আসুন দেখি শাইখ জাওয়াহিরী কী ফায়সালা করে ছিলেন । এবং শরীয়তে তার ফায়সালার গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু ।

.

ফায়সালা করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে চারটি মূলনীতি মানতে হবে । যথা..

১: কুরআন ।

২: সুন্নাহ ।

৩: ইজমা ।

৪: আল্লাহ প্রদত্ত প্রজ্ঞা ।

.

উপরের তিনটি আয়াত দ্বারা ফায়সালা করা এবং ফায়সালা না মানলে কী করতে হবে সে বিষয়ে স্পষ্ট বিধান রয়েছে । কিন্তু সিরিয়ায় যে সমস্যাটি চলছে, তার সমাধান কী হবে কুরআনে স্পষ্ট ভাবে তা আছে কি না আমি জানি না । (আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই) হাদীসে আছে কি না, তাও আমি জানি না ।

.

ইজমা বা মুসলিমদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত । বিশ্বের সমস্ত মুসলিম এবিষয়টি মেনে নিয়েছে যে, প্রতিটি মুসলিম দেশের আলাদা সীমান্ত রয়েছে । এবং মুসলমানরা সেই সীমান্ত মেনে চলে । সীমান্ত অংকনকারী যেই হোক না কেন।

শাইখ বাগদাদী ইরাকের সীমান্ত অতিক্রম করে সিরিয়া প্রবেশের কারণেই সিরিয়ায় ফিতনা সৃষ্টি হয়েছে । যেহেতু ইরাক-সিরিয়ার সীমান্ত মুসলিমদের ইজমা দ্বারা স্বীকৃত আর সীমান্ত ভাঙ্গা, খিলাফাহ কায়েমের ক্ষমতা যেহেতু এখন মুজাহিদীনদের নেই সেহেতু সিরিয়ার সমস্যা সমাধানের জন্য জাওয়াহিরীর এই অধিকার আছে যে, তিনি বাগদাদীকে ইরাকে ফিরে যাওয়ার ফায়সালা দিবেন ।

.

আল্লাহ প্রদত্ত প্রজ্ঞা। ইসলামী ইতিহাসে যুগে যুগে অনেক বড় বড় “ফক্বীহ” এসে ছিলেন। তাদেরকে আল্লাহ শরীয়তের প্রজ্ঞা দান করেছেন। সেই প্রজ্ঞা থেকে তারা “উসূলুল ফিক্বাহ”

বা বিধিবিধান বের করার মূলনীতি রেখে গেছেন। সেই অসংখ্য মূলনীতির একটি হল- কোথাও যদি ফিতনা দেখা দেয়, তাহলে যখন ফিতনা ছিলো না সেই পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়া হবে।

.

স্পষ্ট করে বলি। মনে করুন, আপনি মসজিদে গিয়ে পাখা ছেড়ে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। আপনার পাশে একজন মুরুব্বী। তিনি ধমক দিয়ে বললেন, এই ব্যাটা পাখা ছেড়েছো কেনো..? শুরু হলো তর্ক। এখন সমাধান হলো, যখন তর্ক ছিলো না তখনকার অবস্থা কী ছিলো? তখন পাখা বন্ধ ছিলো। অতএব পাখা বন্ধ থাকার অবস্থায় ফিরে যাওয়া হবে।

.

সিরিয়ায় ভয়াবহ ফিতনা চলছে। এই ফিতনা বন্ধের জন্য দেখতে হবে, ফিতনা শুরু হওয়ার পূর্বের পরিবেশটি কেমন ছিলো। পূর্বে বাগদাদী ইরাকে ছিলো এবং জাওলানী শামে ছিলো। অতএব এই ফিতনা বন্ধ করার জন্য বাগদাদীকে ইরাকে চলে যেতে হবে, এবং জাওলানীকে শামে থাকতে হবে।

.

জাওয়াহিরীর ফায়সালাটাই তো বলা হয়নি। তিনি ফায়সালা করে ছিলেন যে-বাগদাদী ইরাক ফিরে যাবে। এবং সিরিয়ার যেই এলাকাগুলো বাগদাদী দখল করেছিলেন সেগুলো জাওলানীর হাতে ছেড়ে দিতে হবে।

শাইখ উসামা বিন লাদেন রহঃ-এর শাহাদাতের পর, শাইখ আইমান আল-জাওয়াহিরী কায়দাতুল জিহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। শাইখ জাওয়াহিরী প্রথমে কারো থেকে অফিসিয়াল বাই'আত তলব করেন নি। বিশ্বময় জিহাদের সকল সেক্টর থেকে সেচ্ছায় জাওয়াহিরীর নিকট বাই'আত আসতে থাকে। ঘোষণা করে বাই'আত না চাওয়ার মধ্যে একটি বড় 'হিকমত' ছিলো। ফলে শত্রুপক্ষ কায়দার শক্তির ব্যাপারে পুরোপুরি অজ্ঞ ছিলো এবং কোন কোন জামাত কায়দার নেতৃত্বে চলছে তা বুঝে ওঠা শত্রুর জন্য কঠিন ছিলো।

.

২০০৯ সালে আরাবিয়ান পেনিনসুলায় সাহারা মরুভূমিকে কেন্দ্র করে মরক্কো, আলজেরিয়া, মালি, নাইজার ইত্যাদি দেশ নিয়ে "মাগরিব আল-ইসলাম" নামে একটি স্টেট ঘোষণার প্রস্তুতি নিয়ে ছিলো কায়দাতুল জিহাদ। এই প্রচেষ্টা যদি সেদিন স্বার্থক হতো, তাহলে সোমালিয়ার আল-শাবাব, নাইজেরিয়ার বোকোহারাম এই স্টেটে যোগ দিতো। ফলে মুহূর্তেই মুসলমানদের একটি শক্তিশালী আশ্রয়স্থল তৈরি হতো।এই প্রচেষ্টা কায়দাতুল জিহাদের মূল কেন্দ্রের নির্দেশেই হয়ে ছিলো।

.

কিন্তু আল্লাহ এতো দ্রুত মুসলমানদের বিজয় চান নি । ঘোষণা দূরে থাক, শুধু প্রস্তুতি শুরু করার তিন মাসের মাথায় পার্শ্ববর্তী আরব রাষ্ট্রগুলো এবং ফ্রান্স তা গুড়িয়ে দেয় । মরক্কো এবং আলজেরিয়ায় ঘাঁটি গড়ে ফ্রান্স দুই দিক থেকে স্থল ও বিমান হামলা চালিয়ে ছিলো । তিন মাস যুদ্ধ চলার পর কায়দাতুল জিহাদ পিছু হটে ।

"মাগরিব আল-ইসলামী" রাষ্ট্র গঠনে ব্যর্থ হওয়ার পর, কায়দাতুল জিহাদ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে আরও গোপনীয়তা অবলম্বন করে । এই গোপনীয়তা রক্ষা করতে গিয়ে-ই জাওয়াহিরী ঘোষণা দিয়ে কারো বাই'আত চান নি,খিলাফাত ঘোষণা দিতেও এই বিষয়টা প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করেছে।

.

তো যে সকল সেক্টর থেকে জাওয়াহিরীর নিকট বাই'আত এসে ছিলো, "কায়দা ইন ইরাক" তার অন্যতম । কায়দা ইন ইরাক-এর প্রধান শাইখ বাগদাদী এবং জাওয়াহিরীর মধ্যে অনেক পত্র 'আদান-প্রদান' হয়েছিলো । সেই পত্রে বাগদাদী জাওয়াহিরীর আনুগত্যকে ওয়াজিব বলে স্বীকার করেন । কিছু পত্রের অনুবাদ অনলাইনে প্রচার করা হয়ে ছিলো । পাঠক হয়তো সেগুলো পড়েছেন । তাই এখানে সেগুলোর অনুবাদ করার প্রয়োজন বোধ করছি না।

.

বাই'আত অর্থ আনুগত্যের শপথ করা । বাই'আত দুই প্রকার । খিলাফাতের বাই'আত, ইমারাতের বাই'আত। 'ইমারত' শব্দের অর্থ আমীর হওয়া । অর্থাৎ কেন্দ্রীয় আমীরের পক্ষ থেকে যাকে শাখাগত আমীর নিয়োগ করা হবে, তার আনুগত্য করাকে এখানে ইমারতের

বাই’আত বলা হয়েছে । বাই’আতের আরোও কয়েকটি প্রকার হতে পারে । তবে জিহাদের ময়দানে এই দুই প্রকারের বাই’আত বিবেচনা করা হয় ।

.

বাই’আত, খিলাফাত, ইমারত নিয়ে বিশদ আলোচনা এখানে উদ্দেশ্য নয় । এখানে আলোচ্য বিষয় হলো, শাইখ বাগদাদী কায়দাকে বাই’আত দিয়ে ছিলেন,কি না- তা প্রমাণ করা।

.

একটি কথা মনে রাখতে হবে । এখন আমরা দাউলাতুল ইরাক & শামের আলোচনায় রয়েছি । বাগদাদীর ঘোষিত খিলাফাহর আলোচনা সামনে আসবে । ইনশা আল্লাহ ।

.

বাগদাদী এবং শাইখ উসামার মধ্যে যে সকল পত্র আদান-প্রদান হয়েছে সেগুলোই প্রমাণ করে যে বাগদাদী এবং তার জামাত, আল-কায়দার অধীনে ছিলো । উসামা রঃ এর পর জাওয়াহিরী ও বাগদাদীর মধ্যে যে সকল পত্র আদান-প্রদান হয়েছে সেগুলোও স্পষ্ট জাওয়াহিরীর প্রতি বাগদাদীর বাই’আতকে নির্দেশ করে ।

.

যখন সিরিয়ায় সৃষ্ট ফিতনার সমাধানের জন্য উভয় পক্ষ জাওয়াহিরীর নিকট ফায়সালার আবেদন করলো । জাওয়াহিরী ফায়সালা দিতে দেরি করছিলেন । তখন শামে উভয় পক্ষের

মধ্যে বিতর্ক চলছিলো। শাইখ আবু আব্দুল আজীজ আল-কাতারী সেই বিতর্কের বর্ণনা দিচ্ছিলেন এভাবে।

.

“শামে যা ঘটে ছিলো তাহলো দুই আমীরের মধ্যে এখতিলাফ। বাগদাদী এবং জাওলানী, উভয়ে বলতে লাগলেন, আমরা জাওয়াহিরীর ফায়সালার অপেক্ষায় আছি। বাগদাদী বললেন,

.

“হে জাওলানী যদি জাওয়াহিরী আমাকে ইরাক চলে যেতে বলেন তাহলে আমি আমার লোকদের নিয়ে ইরাক চলে যাবো। হে জাওলানী যদি জাওয়াহিরী আপনাকে দাউলাতুল ইরাকে যোগ দিতে বলেন তাহলে কী করবেন?

.

জাওলানী উত্তরে বলেন- আমি আমান সৈন্যদের সহ দাউলায় যোগ দিবো। “

.

শাইখ আব্দুল আজীজের বক্তব্যটি দেখতে এবং আনুসঙ্গিক আরো প্রমাণ দেখতে ইউটিউবে সার্চ দিন [اصدار الرد الشافي في كشف مباهلة العدناني]

.

দাউলার শুরা সদস্য আবু আনাস এবং আবু আলী আল-আনবারীর মধ্যে কথোপকথনের অডিও রেকর্ডের ও লিংক দেওয়া হল-http://www.gulfup.com/?E9H5Nc

.

~রেকর্ডটির কিছু অংশের অনুবাদ ।~

.

"আনবারী: আপনি আমি বাগদাদীকে যে বাই'আত দিয়েছিলাম, তা কি খেলাফাতের বাই'আত নাকি জিহাদের বাই'আত?

.

আবু আনাস: আমরা ইমারতের বাই'আত দিয়েছি ।

.

আনবারী: মানে খিলাফাতের বাইআত নয়?

.

আবু আনাস: না, আমরা (বাগদাদীকে) খেলাফতের বাই'আত দেইনি । যেই বাই'আতের ব্যাপারে রাসূল বলেছেন "যে ব্যক্তি বাই'আত ছাড়া মারা গেলো সে জাহেল হয়ে মরলো" ।

.

আবু আনাস: বাগদাদী তার আমীর জাওয়াহিরীর

পরামর্শ ছাড়া "দাউলাতুল ইরাক & শাম" ঘোষণা করেছেন । আমরা এতোদিন জাওয়াহিরীর ফায়সালার অপেক্ষায় ছিলাম । তিনি যদি ফায়সালা দিতেন যে, নুসরাকে বাতিল করে দাউলা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তাহলে আমরা তাই করতাম । কিন্তু এখন তো জাওয়াহিরী ফায়সালা করেই ফেলেছেন যে- দাউলাকে বাতিল করতে হবে...

.

আনবারী: শাইখ, আপনি যদি মনে করেন দাউলাকে বাতিল করা উচিত, তাহলে আমরা আপনার কথাকে মেনে নিতে প্রস্তুত । কিন্তু আপনি একটি সত্য কথা বলুন, এখানে কে হকের উপর আছে (বাগদাদী না কি জাওয়াহিরী)

.

আবু আনাস: দেখুন শাইখ, আপনি আমার উপর কঠোরতা করবেন না । আমরা কুরআন-সুন্নাহর বিধিবিধান নিয়ে আলোচনা করছি । আমি আপনাকে বলেছি যে, আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে (কুরআন-সুন্নাজর উসুল অনুযায়ী) জাওয়াহিরীর পরামর্শ ছাড়া দাউলা ঘোষণা করা কিছুতেই বৈধ হবে না ।

.

আবু আনাস: আমরা দাউলা ঘোষণা করে বড্ড ভুল করেছি। এবং আমাদের ভুলের প্রমাণ অনেক রয়েছে ।

.

আনবারী: কোথায় সেই প্রমাণ..?

.

আবু আনাস: আমি অবশ্যই তাদের হাজির করবো ।"

.

.

শাইখ বাগদাদী বিভিন্ন সভায় নিজের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি প্রেরণ করতেন । নিজে উপস্থিত হতেন না । নিরাপত্তার তাগিদে এমনটি করতেন । তার একজন ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হলেন, আবু বকর আল-কাহতানী । এই কাহতানীর মুখে শাইখ বাগদাদী কসম করে বলেন..

.

"ফায়সালা আসার আগ পর্যন্ত সকল মুজাহিদীনের এবং নুসরার উচিত দাউলাকে মেনে নেওয়া। আর যখন ফায়সালা চলে আসবে, 'আল্লাহ্ র কসম' করে বলছি দাউলাকে দেওয়া সকল বাই'আত বাতিল বলে বিবেচিত হবে" ।

.

কাহতানীর সেই বক্তব্যের অডিও রেকর্ডের লিংক-http://www.gulfup.com/?VdV6aP

.

শাইখ বাগদাদীর প্রতিনিধি কাহতানীর আরেকটি অডিও রেকর্ড-

।http://www.gulfup.com/?7ihvXP রেকর্ডে কাহতানী বলছেন-

.

“রাসূল সঃ বলেছেন “যদি দুজন খলিফা বাই’আত চায়, তাহলে দ্বিতীয় জনকে হত্যা করে দেও”।

.

-অতএব যারা বলে যে জাওলানী বিদ্রোহী, জাওলানী খলিফার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে । আস্তাগফিরুল্লাহ । জাওলানী বিদ্রোহী নয় । জাওলানী বাগদাদীকে খিলাফতের বাই’আত দেন নি । বরং তিনি শুধু শামে বাগদাদীকে আনুগত্য করার বাই’আত দিয়েছেন । আমরা এখন দুটি টার্মে অবস্থান করছি।

.

এক- জাওয়াহিরীর ফায়সালার পূর্বের মুহূর্ত ।

.

দুই-ফায়সালার পরের মুহূর্ত ।

.

এখন ফায়সালা আসার পর আমাদের সকলের জাওয়াহিরীর কথা মেনে নেওয়া উচিত ।যে মানবে না সে বিদ্রোহী হবে ।জাওয়াহিরী জাওলানীকে নুসরাসহ শামে অবস্থান করতে বলেছেন । আর যারা বলেন যে, দাউলাতুল ইরাক কায়দা থেকে আলাদা হয়ে যাবে...”

.

কথা শেষ করার পূর্বেই শোরগোল শুরু হয় । একদল বলে ওঠে আমরা কায়দা থেকে সরে যাবো একথা যে বলেছে তাকে সামনে আনা হোক। তাকে অবশ্যই শাস্তি দিতে হবে।

.

অনেক জল্পনা-কল্পনার পর শাইখ জাওয়াহিরীর ফায়সালা শামে পৌঁছে। শাইখ বাগদাদী ফায়সালা প্রত্যাখ্যান করলেন । গতকাল তিনি কসম করে বলেছিলেন ফায়সালা মেনে নিবেন । আজ ফায়সালা আসার পর তিনি বলছেন, জাওয়াহিরীর মাঝে ‘বিচ্যুতি’ ঘটেছে । কায়দাতুল জিহাদ এখন আর আগের মানহাজে নেই ।সেকেন্ডের মধ্যে একেবারে ১৮০ ডিগ্রী টার্ন। জাওয়াহিরীর ফায়সালাকে প্রত্যাখ্যান করে বাগদাদী অডিও বার্তা প্রচার করেন । বার্তাটির শিরোনাম হলো- “দাউলাতুল ইরাক & শাম চিরজীবী হোক” ।

.

এই ছিলো তথাকথিত সত্যবাদী,মুমিন খলীফা “আল-বাগদাদী” ছল-ছাতুরী,বায়াহভঙ্গ ও মুনাফিকী। আশা করি,এর মাধ্যমে আপনারা ঐ সময়ে জাওলানী আর শাইখ জাওয়াহিরীর ন্যায়নিষ্ঠ অবস্থান সম্পর্কে ও অবগত হয়েছেন!?

.

.

শেষ করার আগে-একটি কথা, যা সত্য হওয়ার ব্যাপারে সংশয় আছে।সৌদি আরবের একটি ব্লগে লিখাটি ছিল। পাকিস্তানের এ্যবটাবাদে উসামা রঃ এর শাহাদাতের পর, মার্কিন সৈন্যরা কিছু নথি-পত্র চুরি করেছিলো । সেই নথির একটিতে উসামা রঃ বলেছিলেন

– "কায়দাতুল জিহাদ থেকে একটি দল বের হবে । যারা আচরণে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট হবে । কায়দাতুল জিহাদের উচিত হবে এদেরকে উপেক্ষা করে চলা" ।

.

-উপরের তথ্যটি তেমন নির্ভরযোগ্য নয় । তবে জাওয়াহিরীর নীরবতা,দাওলাহ সম্পর্কে পারত বাধ্য না হলে কিছু না বলা সেই দিকে ইঙ্গিত করে । বাগদাদী খেলাফত ঘোষণার পর বিশ্ব মুসলিম জাওয়াহিরীর দিকে চেয়েছিলো। কিন্তু তিনি একদম নীরব ছিলেন । খিলাফত ঘোষণার দুই মাস পর, জাওয়াহিরী এক ঘণ্টার ভিডিও বার্তায় দক্ষিণ এশিয়ায় কায়দার শাখা খোলার ঘোষণা দেন । দীর্ঘ ঘোষণা পত্রে মোল্লা ওমরের নিকট তার বাই'আত নবায়ন করেন । ইরাক শামে এতো কিছু ঘটে যাচ্ছে তবুও জাওয়াহিরী নীরব ! তাহলে কি শাইখ উসামার ভবিষ্যবাণী সত্য যে, কায়দাতুল জিহাদের উচিত হবে সেই দলটিকে উপেক্ষা করে চলা!!

বিঃদ্রঃ মূল লিখাটি আমাদের এক ভাইয়ের। এখানে কেবল তা পরিমার্জিত করে তুলে ধরলাম। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা মূল লেখককে জাযায়ে খায়ের দান করুন।